সমাবর্তন স্মরণিকা

১৪ অগ্রহায়ণ ১৪৩২ | ২৯ নভেম্বর ২০২৫

"প্রতিযোগিতামূলক পেশাগত জীবনের জন্য শিক্ষার সংকল্প"

"Education for Challenging Career"

এনপিআই ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ

NPI University of Bangladesh

(North Pacific International University of Bangladesh)

সমাবর্তন ২০২৫

NPI University of Bangladesh
(North Pacific International University of Bangladesh)

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

রাষ্ট্রপতি

প্রধান উপদেষ্টা
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৪ অগ্রহায়ণ ১৪৩২
২৯ নভেম্বর ২০২৫

বাণী

এনপিআই (নর্থ প্যাসিফিক ইন্টারন্যাশনাল) ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ-এর প্রথম সমাবর্তন উপলক্ষে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল স্নাতককে আমি অভিনন্দন জানাই। সমাবর্তনের এই তাৎপর্যময় দিনে আমি তাদের গর্বিত পিতা-মাতা, বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাস্টিবৃন্দ, উপাচার্য, শিক্ষকমন্ডলি ও প্রশাসনিক কর্মকর্তাসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে শুভেচ্ছা জানাই।

এনপিআই ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশের কৃতি স্নাতক হিসেবে তোমরা যে জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করেছো, সেটা দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে প্রভাবক হিসেবে কাজ করবে। তোমাদের অর্জিত সাফল্য শুধু তোমার ব্যক্তিগত কৃতিত্ব হবে না, বরং সেটা সমাজ বিনির্মাণ ও দেশ গঠনের অনুকূল শক্তি হিসেবে কাজ করবে।

জুলাই গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ন্যায়ভিত্তিক, সমৃদ্ধ ও বৈষম্যহীন বাংলাদেশ গড়ে তুলতে কাজ করে যাচ্ছে। এ কাজে তোমাদের অগ্রণী ভূমিকা প্রত্যাশিত। তোমাদের স্বপ্ন, সাহসিকতা, দায়িত্বশীলতা, টেকসই ভবিষ্যৎ বিনির্মাণে তোমাদের চিন্তা, চেতনা, ধীশক্তি জাতি গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

আমি এনপিআই (নর্থ প্যাসিফিক ইন্টারন্যাশনাল) ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ-এর সমাবর্তন উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস

উপদেষ্টা
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

বাণী

নর্থ প্যাসিফিক ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ (এনপিআই)-এর প্রথম সমাবর্তন উপলক্ষে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জনকারী শিক্ষার্থী, তাদের অভিভাবক, শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী, বোর্ড অব ট্রাস্টির সদস্যবৃন্দসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

এ সমাবর্তন অনুষ্ঠানটি এনপিআই ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। আজকের দিনটি সনদপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের জীবনে গৌরবময় ও স্মরণীয় হয়ে থাকবে। দীর্ঘদিনের অধ্যবসায়, নিষ্ঠা ও সাধনার মাধ্যমে অর্জিত এই সাফল্য নিঃসন্দেহে তাদের পরিবার ও অভিভাবকদের স্বপ্নপূরণের সোপান হিসেবে বিবেচিত হবে।

আমি জেনে খুশি হয়েছি যে, এনপিআই ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ উচ্চশিক্ষাকে সহজ লভ্য ও সাশ্রয়ী করার লক্ষ্যে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। অসচ্ছল পরিবারের মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য নিম্ন ব্যয়ে মানসম্মত শিক্ষা প্রদান, কর্মমুখী মানবসম্পদ তৈরি এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর দোরগোড়ায় শিক্ষা পৌঁছে দিতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে- যা প্রশংসার দাবিদার।

বিশ্ববিদ্যালয়টির বিভিন্ন ধরনের বৃত্তি ও বিশেষ সুবিধা প্রদানের উদ্যোগ উচ্চশিক্ষায় অন্তর্ভুক্তি ও সমতার এক অনন্য উদাহরণ, যা নিঃসন্দেহে অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হিসেবে বিবেচিত হবে।

এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা বৈজ্ঞানিক মনন, মানবিক মূল্যবোধ ও নৈতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন এবং জনকল্যাণে গঠনমূলক ভূমিকা পালন করবে।

আমি এনপিআই ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশের প্রথম সমাবর্তন-২০২৫ এর সর্বাঙ্গীন সফলতা কামনা করছি।

ফরিদা আখতার

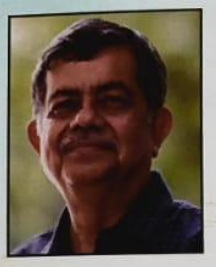

১ম সমাবর্তন ২০২৫

NPI University of Bangladesh
(North Pacific International University of Bangladesh)

অধ্যাপক ড. চৌধুরী রফিকুল আবরার
উপদেষ্টা
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২০ নভেম্বর ২০২৫

বাণী

এনপিআই (নর্থ প্যাসিফিক ইন্টারন্যাশনাল) ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ-এর ১ম সমাবর্তন ২৯ নভেম্বর ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি খুবই আনন্দিত। এ উপলক্ষে আমি ডিগ্রিপ্রাপ্ত সকল গ্রাজুয়েট, তাদের গর্বিত অভিভাবকবৃন্দ, শিক্ষকমন্ডলি, কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্যদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

এই সমাবর্তন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে যে সব গ্রাজুয়েটের শিক্ষাজীবন আজ পূর্ণতা লাভ করলো, তাদের জন্য রইল আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা। অর্জিত শিক্ষাকে তারা সুনামের সাথে কর্মজীবনে প্রয়োগ করে পরিবার ও দেশমাতৃকার কল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবেন– আমি এই প্রত্যাশা করি।

আমি জেনে আনন্দিত যে, স্বল্প খরচে উচ্চশিক্ষাকে গ্রামীণ জনপদে ছড়িয়ে দেবার মহৎ উদ্দেশ্যে উদ্যোক্তাবৃন্দ রাজধানী বা শহরের কোলাহল থেকে দূরে মানিকগঞ্জ জেলার সিঙ্গাইর উপজেলার পশ্চাৎপদ একটি গ্রামীণ এলাকায় এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করছেন। এই মহতী উদ্যোগের জন্য আমি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

একটি জাতিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে দক্ষতা অর্জন ও জ্ঞানভিত্তিক উচ্চশিক্ষা সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। নতুন প্রজন্মকে দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত করা ও সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আধুনিক ও উন্নত শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার পাশাপাশি সহশিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল প্রতিভা ও মেধা-মননের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটাতে হবে। আশা করি, এনপিআই ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ দক্ষতাভিত্তিক মানসম্পন্ন উচ্চশিক্ষা নিশ্চিতের পাশাপাশি গবেষণা ও সৃজনশীলতার ক্ষেত্র সম্প্রসারণের মাধ্যমে উন্নত প্রযুক্তিনির্ভর একবিংশ শতাব্দির চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় শিক্ষার্থীদের যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলবে।

আমি এই সমাবর্তন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সনদপ্রাপ্ত গ্রাজুয়েটদের উজ্জ্বল ও সুন্দর ভবিষ্যৎসহ এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ১ম সমাবর্তনের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

ড. সি. আর. আবরার